পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক: — এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৬ই পৌষ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং : ২২শে সফর, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং ৩৪শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে কুরআন : সূরা বাকারা : (২য় পারা : ২১ ও ২২ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা : —(৫৯)	মূল : হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা :) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৩
* প্রফেসর আবদুস সালাম	আফতাব জাহান হাফিজ মজুমদার	১৭
* দোওয়ার আহ্বান		১৯
* খেদমতের ময়দান (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২০
* তা লিমী কর্ম-সূচী (সেলেবাস)	মোহাম্মদ খলিলুর র মান, সেক্রেটারী তা'লিম, বাঃ আঃ আঃ	২১
* মোমেন ও কাফের	মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	২৩
* সংবাদ : কাদিয়ান ও রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসা	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৫

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোরখানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে ॥

[আরবী দুররে সমীন]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৬ই পৌষ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং : ৩১ শে ফাতাহ্, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

২১ রুকু

১৬৯। হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও রুচিকর উহা হইতে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৭০। সে তোমাদিগকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্য্যের এবং ইহার আদেশ দেয় যে তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে এইরূপ কথা রচনা করিয়া বল যাহা তোমরা জান না।

১৭১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর, তাহারা বলে, না: বরং আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব। যদিও কি তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বুদ্ধির ব্যবহার করিত না এবং সঠিক পথে চলিত না (তথাপি তাহারা এইরূই করিবে?)

১৭২। এবং যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে, এমন কিছু বস্তুকে ডাক দেয়, যাহা (কেবল) ডাক এবং চীৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তাহারা বধির মূক এবং অন্ধ; সুতরাং তাহারা কিছুই বুঝে না।

১৭৩। হে ঐ সকল লোক, যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তু সমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, এবং যদি তোমরা সত্যিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করিয়া থাক, তবে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কর।

১৭৪। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, মাত্র মরা জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি (ঐ বস্তুগুলির ব্যবহারে) বাধ্য হয়, এবং বিদ্রোহী অথবা সীমা-লঙ্ঘনকারী না হয় তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (এবং) বারবার করুণাকারী।

১৭৫। নিশ্চয় যাহারা উহাকে (অর্থাৎ ঐ শিক্ষাকে যাহা) আল্লাহ্ (তাঁহার) কিতাবের মধ্য হইতে নাযেল করিয়াছেন, গোপন করে, এবং উহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নির দ্বারা নিজেদের উদর পূর্ণ করে। আল্লাহ তাহাদের সহিত কেয়ামতের দিন কথা বলিবেন না। এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধও করিবেন না। এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি (অবধারিত) রহিয়াছে।

১৭৬। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়েতের বিনিময়ে ভ্রান্তিকে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তিকে খরিদ করিয়াছে ; সুতরাং অগ্নির (আযাবের) জন্য তাহাদের ধৈর্য্য বিস্ময়কর।

১৭৭। ইহা (অর্থাৎ এই আযাব) এই জন্যই হইবে যে, আল্লাহ্ সত্য সহ এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং যাহারা এই কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা ঘোর শত্রুতায় (লিপ্ত) রহিয়াছে।

২২ রুকু

১৭৮। ইহা বড় নেকী নহে যে তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাও কিন্তু যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফেরেস্তাগণ এবং (আল্লাহ্র) কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনিয়াছে সেই ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান ; এবং সে তাঁহারই প্রেমে আত্মীয় স্বজন, এতীম দরিদ্র, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও বন্দীগণের (মুক্তির) জন্য স্বীয় অর্থ খরচ করে, এবং নামাজকে কায়েম রাখে এবং যাকাত দেয় এবং যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করে উহা পূর্ণ করে এবং (বিশেষ করিয়া) দারিদ্রে, কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল থাকে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজেদের কথায় সত্যপরায়ন সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তাহারাই কামেল মুত্তাকী।

১৭৯। হে লোক সকল ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ, নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে (ন্যায্য) প্রতিশোধ গ্রহণ করা তোমাদের উপর ফরজ করা হইয়াছে, স্বাধীন ব্যক্তির (অপরাধের) জন্য (অপরাধী) স্বাধীন ব্যক্তিকে, কৃতদাসের (অপরাধের) জন্য (অপরাধী) কৃতদাসকে এবং নারীর (অপরাধের) জন্য (অপরাধী) নারীকে (হত্যা কর)। কিন্তু যাহার (অর্থাৎ হত্যাকারীর) জন্য তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে রক্ত-মূল্যের কিয়দাংশ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, আর সে ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের পক্ষে (রক্ত-মূল্যের বাকী অংশ) উসলের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো যাইবে, (হত্যাকারীর পক্ষ হইতে) তাহাকে ন্যায্যভাবে (রক্ত মূল্যের বাকী অংশ) দেওয়া বিধেয়। ইহা হইতেছে তোমাদের রবের পক্ষ হইতে (দণ্ডভার) লাঘব ব্যবস্থা এবং রহমত ; কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করিবে, তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

১৮০। হে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে (এবং এই আদেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছে) যেন তোমরা রক্ষা পাইতে পার।

১৮১। তোমাদের জন্য ইহা বিধিবদ্ধ করা হইল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায়, তখন সে পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কাজ করিবার ওসিয়ত করিবে, ইহা মুত্তাকীগণের অবশ্য কর্তব্য।

১৮২। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি উহা (অর্থাৎ অসিয়ত) শ্রবণ করিবার পর পরিবর্তন করে, তাহা হইলে উহার অপরাধ তাহাদের উপরই বর্তিবে, যাহারা উহা পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

১৮৩। তবে যদি কোন ব্যক্তি ওসিয়তকারীর পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর যদি সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না ! নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বার বার করুণাকারী। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৬৫। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'এই উম্মতের প্রথম ও শেষ উৎকৃষ্ট। প্রথমে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার রাসুল (সাঃ) আছেন এবং শেষ দিকে মসীহ্ মওউদ [প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)] অবতীর্ণ হইবেন। * মধ্যবর্তী জামানা বড়ই টেরা, বড়ই কুটিল। 'ঐযুগের মানুষের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহাদেরও তোমার সঙ্গে নাই।'' ['কানযুল-উম্মাল ; ৭:২০২ পৃঃ]

৪৬৬। হযরত ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : ''সেই উম্মৎ কখনো ধ্বংস হইতে পারে না, যাহার প্রথমে আছি আমি এবং শেষেতে আছেন মসীহ মওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ), মাঝে হইবেন মাহ্দী।'' ['কানযুকুল-উম্মাল ; ৭:১৮৭ পৃঃ, 'জামেয়ুস্-সাগীর ; ২:১০৬ পৃঃ]

৪৬৭। হযরত ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ''তোমাদের পুনরুত্থান ('হাশর') হইবে নগ্ন-পা, নগ্ন-দেহে, যেমন তোমাদের তকচ্ছেদও ('খাৎনা') হয় নাই।'' অতঃপর, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম এই আয়াত পাঠ করিলেন : যেরূপ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তদ্রূপই মানুষকে ফিরাইব। ইহা আমার ওয়াদা, আমি ইহা পুরা করিব নিশ্চিত। ['সুরাহ আম্বিয়া ; ২১:১০৫ আয়াত] সর্ব প্রথম লেবাছ পরান হইবে যাঁহাকে, তিনি হইলেন ইব্রাহীম (আঃ)। তখন হিসাব নিকাশের সময় উপস্থিত হইলে আমার সাহাবাগণের কাহারো কাহারো ডান হাতে এবং কাহারো বাম হাতে 'আমল-নামা' (কর্ম-লিপি) দেওয়া হইবে। বাম হাতে যাহারা কর্ম-লিপি (আমল-নামা) লইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আমি বলিব যে, ইহারা ত আমার সাহাবা। ইহারা বাম হাতে কর্ম-লিপি পাইয়াছে। তখন জবাব মিলিবে : 'ইহারা আপনার (সাঃ) পরে পাদমূলে

---

* টীকা—এবং জানা উচিত কেহ মরিবার পর তাহাকে কিয়ামতের পূর্বে পুনরুজ্জীবিত করা হয় না। সুতরাং সঠিক ইহাই যে, যে বইনে মরিয়ম আসার কথা ছিল, তিনি স্বয়ং ঈসা আলাইহিস সালামই নহেন বরং তাঁহার মাসীল, তাঁহার অনুরূপ ব্যক্তি, যিনি তাঁহার গুণ ও কার্য্যের দিক হইতে ঈসা হইবেন মরিয়ম সদৃশ ; এবং এই কারণে তাঁহার নাম প্রাপ্ত হইয়া মসীহে মওউদ, তথা প্রতিশ্রুত মসীহ বলিয়া অভিহিত হওয়ার ছিলেন। ইমাম সিরাজ উদ্দীন

ফিরিয়া গিয়াছিল'। তখন আমি ইহাই বলিব, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার নেক বান্দাহ ঈসা আলাইহেস সালাম বলিয়াছিলেন : 'আমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম যে পর্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম, অতঃপর যখন তুমি আমাকে ওফাত * (টীকা ৫-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) দিলে, তখন তুমিই তাহাদের সাক্ষ্য ও পর্যবেক্ষক ছিলে। যদি তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দাও, তবু ইহারা তোমারই (অপরাধী) বান্দাহ, এবং যদি ক্ষমা কর, তবেও তুমিই পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।" ('সুরাহ্‌ মাইদা ; ৫:১১৭-১৮) ['বুখারী ; কিতাবুল আম্বিয়া বাবু কাউলুল্লাহে : ওয়াযকুর ফিল-কিতাবে ইযিন্তাবাযাৎ মিন আহলেহা' ('সুরাহ মরিয়ম ; ১৯:১৭) ; ১:৪৯০ পৃঃ]

৪৬৮। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : ঐশী বিধান, ইলাহী সুন্নত মুতাবিক কোনো রুহানী শৃঙ্খলের আদি নবী (সিলসিলা স্থাপক নবী) তাঁহার পূর্ববর্তী শৃঙ্খলেয় শেষ নবীর অর্ধ বয়স প্রাপ্ত হন। এই চির ঐশী প্রথা (সুন্নত) মুতাবিক মোসীয় সিলসিলার শেষ নবী হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের বয়স এক শত বিশ বৎসর ছিল। আমার মনে হয়, আমার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইবে।" ['কানযুল্‌-উম্মাল ; ৬:১২০ পৃঃ, মুস্তাদরিকে হাকেম ; ১৪০ পৃঃ]

৪৬৯। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 'যদি মুসা এবং ঈসা জীবিত থাকিতেন, তবে আমার উপর ঈমান আনিতেন এবং আমার পয়রবীর, আমার অনুবর্তিতা ছাড়া তাঁহাদের কোনো গত্যন্তর থাকিত না।" অর্থাৎ, তাঁহারা আমার অনুবর্তী হইতেন। ['আল-ইয়াওকিত ওয়াল জাওয়াহের ; মুরাত্তাবাহু ইমাম শা'রানী, ২:২০ পৃঃ ; 'তফসীর ফৎহুল বয়ান ; ২:২৪৬ পৃঃ]

ও তাহার প্রসিদ্ধ কিতাব 'জারিদাতুল আজাইব ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "যে প্রতিশ্রুত পুরুষ আসিবার কথা, তিনি স্বয়ং হযরত ঈসা নহেন, বরং তাঁহার মসীল এবং যিল্‌ (সদৃশ ও প্রতিবিম্ব) হইবেন। শেখ মুহি উদ্দীন ইবনে আরবী (রহঃ)ও ইহাই লিখিয়াছেন। [৪৫৭নং হাদীসের পদ-টীকা দ্রষ্টব্য]

৩। হাদিস নং ৪৪৪-৪৬১ হইতে প্রকাশ যে, মসীহে মওউদ তথা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ক্রুশ ভাঙ্গিবেন। 'ক্রুশ' খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতীক, ইহার বুনিয়াদি চিহ্ন। ইহার দ্বেথহীন ও স্পষ্ট অর্থ এই যে, তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান্য অবসান করিবেন। বিশেষতঃ, খৃষ্টানগণের ইসলাহের জন্য আবির্ভূত হওয়ার কারণে তাঁহাকে ঈসা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝায়, তিনি 'মুহাম্মদী মসীহ'।

৪। হাদিস নং ৪৬৫ ও ৪৬৬ হইতে প্রকাশ যে, ঈসা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসী (মসীহে মওউদ) মুসলমানগণের 'ইমাম' ও 'মাহদী'। মাহদী সম্বন্ধে সর্বযাদিসম্মত মত এই যে, তিনি মুহাম্মদীয় উম্মতেরই ব্যক্তি বিশেষ। এজন্য ঈসা দ্বারাও বুঝায় এরূপ ব্যক্তি, যিনি মুহাম্মদীয় উম্মতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। সুতরাং ঈসা 'রাসুলান ইলা বনি ইস্রায়ীল' —'শুধু বনি-ইসরাইল বংশের প্রতি রসুল' ছিলেন।

৪৭০। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ঈসা আলাহিস সালামের প্রতি ওয়াহী করিয়া ছিলেন : 'এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে থাকিবে, যাহাতে কেহ তোমাকে চিনিতে না পারে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে লোক তোমাকে কষ্ট দিবে। আমার ইজ্জত ও আমার জালাল, তথা মহিমার কসম, আমি সহস্র হুরের সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করিব। অর্থাৎ, সহস্র সহস্র আধ্যাত্মিক রূপশালী ব্যক্তি তোমার আনুগত্য স্বীকার করিবে। ['কানাযুল্ উম্মাল ; ২:৩৪ পৃঃ]

৪৭১। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দাহ বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে সপ্তম আকাশে উত্তোলন করেন।" [কানযুল্-উম্মাল ; ২:২৫ পৃঃ)

---

* টীকা ঃ ১। "তামাস্‌সাকা ইব্‌নু হাযমিন বি-বাহিরিল্ আয়াতে, ফাকালা বি-মাওতিহি।" অর্থাৎ, ইব্‌নে হাযম আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়াছে'। ['হাশিয়া, তফসীরে জালালাইন : 'ফালাম্মা তাওয়াফ-ফাইতানি' আয়াতের নীচে (সুরাহ মায়েদা শেষ রুকু) ; ১০৯ পৃঃ এবং 'হাশিয়া তফসীরে জালালাইন' : 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' আয়াতের নীচে ['সুরাহ আলে-ইমরান, ৫৬ আয়াত ; ৫০ পৃঃ]

২। "কালাল্ মালেকু (রহঃ) 'ماتَ'। অর্থাৎ হযরত ইমাম মালেক বলেন যে, ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু হইয়াছে। । 'তক মিলা, মাজমাউল বিহার, ২৮৬ পৃঃ]

৩। "কালা ইব্‌নে আব্বাস্ : 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা আই মুমিতুকা।" অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) সুরা আলে-ইমরানের ৫৬ আয়াতে 'ইন্নি মুতাওয়াফফিকা ও রাফেয়ুকা' তফসীর করিয়াছে 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা' 'আমি তোমাকে ওফাত (মৃত্যু) দিব'। [বুখারী ; ২:৬৫ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

শোক সংবাদ

(১)

ডিসেম্বর মাসের ১১তাং দিবাগত রাত্র ৩টার সময় কুমিল্লা জিলা, থানা নবীনগর, দুর্গারামপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট আবুল হাশেম সাহেবের বিবি কুরবুলের নেছা ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি .. রাজিউন)। মরহুমা একজন ধর্ম পরায়ণা আহ্‌মদী ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গের জন্য এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

(২)

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, ঘাটুরা আঞ্জুমানের প্রবীণ আহমদী, জনাব মতিমিয়া সাহেব গত ২৫শে নভেম্বর রোজ মঙ্গল বার বেলা দুইটার সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .. রাজিউন)। তিনি মুখলেস ও রীতিমত চাঁদাদাতা ছিলেন। মরহুম তিন পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া যান। মরহুম যখন বয়েত করেন তখন চরম পরীক্ষার মুখামুখি হন ও এক পর্যায়ে দেশ-ত্যাগীও হন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল ৭৫ বৎসর।

মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমার আগমনের উদ্দেশ্য হইল ইসলামকে সমস্ত মিথ্যা ধর্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে জয়যুক্ত করা।

আমি সুনিশ্চিত বলিতেছি যে ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে এবং উহার আভাস ও লক্ষণ সমূহ সুপ্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে।

স্মরণ রাখিবে যে, আমার আগমনের উদ্দেশ্য দুইটি। এক, অন্যান্য ধর্ম এখন ইসলামের উপর যেহেতু প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, উহারা যেহেতু ইসলামকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে, এবং ইসলাম অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় এবং এতীম শিশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, সেইহেতু আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে আমি মিথ্যা ও বিকৃত ধর্মগুলির আগ্রাসন হইতে ইসলামকে রক্ষা করি এবং ইসলামের সত্যতার শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ সমূহ এবং উহার সৌন্দর্য পেশ করি। সেই সকল দলীল-প্রমাণ জ্ঞান-মূলক যুক্তি ব্যতীয় স্বর্গীয় জ্যোতি ও নিদর্শনাবলীর আকারেও রহিয়াছে যেগুলি চিরকাল হইতেই ইসলামের সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশ হইয়া আসিয়াছে। এখন যদি তোমরা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের রিপোর্ট সমূহ পাঠ কর, তাহা হইলে জানতে পারিবে যে, তাহারা ইসলামের বিরোধিতায় কি কি ভয়ঙ্কর উপরণ গড়িয়া তুলিয়াছে। যেমন, তাহাদের এক একটি পত্রিকা কত বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। এহেন অবস্থায় জরুরী ছিল ইসলামের বাণীকে সমুচ্চ ও গৌরবান্বিত করা। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহতায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি সুনিশ্চিত ভাবে বলিতেছি যে, ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। উহার আভাস ও লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, ইহা সত্য কথা যে, উল্লেখিত বিজয়ের জন্য কোন তরবারী এবং বন্দুকের প্রয়োজন নাই এবং আল্লাহ্তায়ালাও আমাকে জাগতিক অস্ত্রের সহিত প্রেরণ করেন নাই! .....মোটকথা, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামের বিজয় যেন অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

(আমার) দ্বিতীয় কাজ এই যে, যাহারা বলে যে, তাহারা নামাজ পড়ে এবং অন্যান্য ধর্ম-কর্ম পালন করে। কিন্তু তাহাদের এই সবকিছু মৌখিক জমা-খরচ এবং দাবীই মাত্র। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে প্রয়োজন, মানুষের সেই আভ্যন্তরীণ (বাতেনী) উৎকৃষ্ট অবস্থার উদ্ভব, যাহা ইসলামের মগজ বা সার-বস্তু স্বরূপ। আমি তো ইহা জানি যে, কোন ব্যক্তি মোমেন এবং মুসলমান হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহিম)-এর রংগে রঙ্গীন হয়। তাঁহারা দুনিয়ার প্রেমে মগ্ন ছিলেন না বরং তাঁহারা ছিলেন আল্লাহ্র পথে আত্মনিবেদিত। তাঁহারা নিজেদের জীবন খোদাতায়ালার পথেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

(মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬০)

"প্রচলিত দর্শনের বিষক্রিয়া যেন তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে।"

"নাজাত যদি তোমরা লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে 'দীনুল-আজায়েয' (ধর্ম পরায়ণা বৃদ্ধা মহিলাগণের ন্যায় অতি সরল প্রাণে ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলার পন্থা) অবলম্বন কর এবং বিনয় ও দীনতার সহিত কুরআন করীমের জোয়াল কাঁধে তুলিয়া লও। কেননা যে ব্যক্তি দুষ্কৃতিপরায়ণ, সে ধ্বংস হইবে এবং উদ্ধত ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিনয় ও দীনতার সহিত মাথা নত করে, সে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবে। সুখ-স্বাচ্ছন্দের শর্তসাপেক্ষে খোদাতায়ালার এবাদত করিও না, কেননা এরূপ ধ্যান-ধারণার জন্য (অধঃপতনের) গহ্বর অবধারিত। ...

খোদাতায়ালা এক মহা সম্পদ। তাঁহাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিপদাবলী বরণের জন্য প্রস্তুত হও। তিনিই শ্রেষ্ঠ কাম্য। তাঁহাকে পাওয়ার জন্য প্রাণ বিসর্জন দাও, আত্মোৎসর্গ কর। হে প্রিয়গণ! খোদাতায়ালার আদেশাবলীকে অবজ্ঞার চোখে দেখিও না। প্রচলিত দর্শনের বিষ-ক্রিয়া যেন তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। শিশুর ন্যায় হইয়া তাঁহার আদেশ ও শিক্ষার অধীনে চল।

নামাজ পড়, নামাজ পড়, কেননা, উহা সকল সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তুমি যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন এরূপ করিবে না, যেন তুমি কোন এক গতানুগতিক অনুষ্ঠান পালন করিতেছে, বরং নামাযের পূর্বে যেমন তুমি ওযু করিয়া থাক, তেমনি বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) ওযুও কর এবং স্বীয় অঙ্গ গুলিকে গয়র-আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণা হইতে ধৌত করিয়া লও। এই দুই ওযু সহকারে দণ্ডায়মান হও, এবং নামাযের মধ্যে অধিক দোওয়া কর এবং ক্রন্দন ও উচ্ছ্বাস স্বীয় অভ্যাসে পরিণত কর, যাহাতে তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়।

সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। কেননা তিনি (আল্লাহ্) সততঃ তোমাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখিতেছেন। মানুষ কি তাঁহাকে ধোকা দিতে পারে? তাঁহার সম্মুখেও কি চতুরী করিয়া তিষ্ঠিতে পারে?!

হে প্রিয়গণ! এই দুনিয়ার নিছক ন্যায়-শাস্ত্র শয়তান বিশেষ এবং এই দুনিয়ার নিছক দর্শন ইবলিস স্বরূপ, যাহা ঈমানের নূরকে চরম ভাবে খর্ব করিয়া দেয় এবং ঔদ্ধত্ত ও ধৃষ্টতার সৃষ্টি করে, এমন কি মানুষকে নাস্তিকতার কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে উহা হইতে রক্ষা কর এবং এমন দিল্ পয়দা কর যেন বিনয় ও নম্রতার সৃষ্টি হয় এবং বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন কর, যেমন শিশু তাহার মাতার কথা শুনে।

কুরআন করীমের শিক্ষা-মালা মানুষকে তকওয়ার উচ্চতম শিখরে উপনীত করিতে চাহে। সেগুলির প্রতি কর্ণপাত কর ও মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী নিজদিগকে গড়িয়া তোলা।

পরস্পর কার্পণ্য ও বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন পরিহার কর এবং সকলে এক ও অভিন্ন হইয়া যাও। কুরআন শরীফের বড় আদেশ দুইটি এক, তওহীদ ও আল্লাহ্ জল্লাশানুহুর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য। দুই, স্বীয় ভ্রাতাগণের এবং মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি।"

(ইযালায়ে-আওহাম, পৃঃ ৪৪৬—৪৫০)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৭ই অক্টোবর, ১৯৭৯ইং তারিখে রাবওয়াতে মসজিদে আকসায় প্রদত্ত]

বিশ্ব-জগতের বুনিয়াদী ও মৌলিক সত্য হইল খোদাতায়ালার ওহ্‌দানীয়ত ও তৌহীদ এবং ইহা যে, তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁহার অনুরূপ বা সমতুল্য কেহই নাই।

মানুষকে শক্তি বা ক্ষমতা দান করা হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে খোদাতায়ালার ফজল ও রহমতকে আকর্ষণ ও আহরণ করিতে পারে, এবং উহা আকর্ষণ ও আহরণ করা তাহার কর্তব্য।

যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্কের সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কামিয়াবী বা কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে না, এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করাও তাহার নসীবে ঘটে না।

সদা-সর্বক্ষণ খোদাতায়ালার ইরশাদ ادعونی استجب لکم-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন কর।

তাশাহুদ ও তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন : কখনও আমরা ইসলামের শিক্ষা ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও গভীর তত্ত্বাবলীর বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করি। আবার কখনও উহার বুনিয়াদী ও মৌলিক শিক্ষার উপর আলোকপাত করিয়া থাকি। আজ আমি উহার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের দিকে সমগ্র জামাত তথা তাহাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

এই বিশ্ব-জগতের মৌলিক বাস্তব সত্য হইল খোদাতায়ালার ওহ্‌দানীয়ত বা তৌহীদ। অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌তায়ালা' বিদ্যমান আছেন এবং তিনি ওয়াহেদ ও একক সত্তা। তাঁহার সত্তায় ও গুণাবলীতে তাঁহার সদৃশ বা সমতুল্য কোন কিছুই নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করিয়াছেন—خالق کل شئی এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম—علی کل شئی قدیر তিনি এই বিশ্ব-জগতে একে তো জড় বস্তু সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই গ্রহণ ও আহরণ শক্তি দান করিয়াছেন যাহাতে উহা অন্যান্য বস্তু নিচয় হইতে উপকার লাভ করিতে পারে। উক্ত শক্তি শুধু মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান নয় বরং প্রতিটি জড়বস্তু অন্যান্য বস্তু হইতে গুণ ও শক্তি আহরণ করে এবং সেগুলির সহিত এক অতি সুন্দর ও যুক্তি-সম্মত সম্পর্ক রাখে : সেগুলি পরস্পর নিবীড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। যেমন শষ্য-দানার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা এই শক্তি রাখিয়াছেন যে, উহা ভূমি হইতে উহার খাদ্য আহরণ করিয়া চারাগাছে রূপান্তরিত হয়। কুরআন করীম এই ঘোষণাও করিয়াছে যে, উহার (শষ্য-দানা) মধ্যে এত ক্ষমতা

রহিয়াছে যে, একটি দানা সাত শত দানা উৎপাদন করিতে পারে, বরং উহারও অধিক। যদিও মানুষের জ্ঞান অদ্যাবধি উহার নাগাল পায় নাই। এমনি ধারায় সমস্ত উদ্ভিদ ও জড়বস্তু, জীব-জন্তু এবং মানুষের একই অবস্থা, কিন্তু মানুষ আহরণ ক্ষমতায় সকল সৃষ্টির মধ্যে এই হিসাবে বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে সেই যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা দান করিয়াছেন যদ্দ্বারা সে অপরাপর সকলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ হইতে ফায়দা হাসিল করিতে পারে। ইহার ফলে তাহার জ্ঞান প্রতিনিয়ত: বর্দ্ধনশীল রহিয়াছে এবং প্রতি দিনই বিজ্ঞ, গবেষক ও বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকট সত্যেই উপনীত হন যে, এখনও তাহারা জ্ঞানের সমুদ্রের তীরেই দণ্ডায়মান আছেন এবং অজানার কোন কূল-কিনারা নাই।

মানবজীবনের বুনিয়াদী বাস্তব সত্য এই যে, সে ক্ষমতা রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে এই ক্ষমতা দান করিয়াছেন যে, সে ইচ্ছা করিলে খোদাতায়ালার ফজল ও রহমতকে আকর্ষণ ও আহরণ করিতে পারে এবং উহা আকর্ষণ ও আহরণ করাই তাহার কর্তব্য। ইহার জন্য তাহার সচেষ্ট হওয়া উচিত। মুজাহেদা করা দরকার। এবং ইহার জন্য কুরআন করীম যে পন্থার নির্দেশ দান করিয়াছে—তাহা হইল দোওয়া। কুরআন করীম দোওয়ার বিষয়ে বহু আয়াতে বিশদ বর্ণনা দান করিয়াছে এবং প্রত্যেক আয়াতে উহার বিভিন্ন দিকের উপর অভিনব তত্ত্ব পূর্ণ আলোকপাত করিয়াছে। কুরআন করীম আর এক স্থানে বলিতেছে:

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه (سورة روم :)

—'যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তাহার বিপদ ঘটে, এবং অন্যত্র প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী যখন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ হইতে মুক্তি লাভের সমস্ত দুয়ার তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়, নৈরাশ্য চরমে উঠে এবং চতুর্দিক হইতে সে নিরাশ হইয়া পড়ে, তখন সে দোওয়া করে এবং তাহার মধ্যে বিনয়ের মনোভাব বিরাজ করে; সে তখন খোদাতায়ালার সমীপে প্রণত হইয়া বলে যে, 'হে আমার রব! সকল দিক হইতে আমি বিতাড়িত হইয়াছি। তুমি আমাকে বিতাড়িত করিও না, বরং আমার দোওয়া তুমি শ্রবণ কর এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া দাও এবং আমার প্রয়োজন ও অভাব পূরণ কর।' আল্লাহ্‌তায়ালা (তাহার দোওয়া কবুল করিয়া) তাহার কষ্ট দূর করিয়া দেন এবং তাঁহার রহমতের দ্বারা তাহাকে ভূষিত করেন। ইহা একটি দীর্ঘ আয়াত, উহার আরবী একাংশ আমি পাঠ করিয়াছি।

দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন—মানুষের মধ্যে আবার এরূপ এক শ্রেণীর লোকও রহিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাহাদের দোওয়া শ্রবণ করিয়া তাহাদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করতঃ স্বীয় রহমতে অতিষিক্ত করেন, তখন তাহারা সেই দুঃখ মোচনে অন্যকেও শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করে এবং মুশরেক হইয়া যায়। খোদাতায়ালার তৌহীদের উপর আর তাহারা কায়েম থাকে না। অথচ কষ্টের সময়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বা কাহারও কথা তাহাদের স্মরণ হয় না, কিন্তু বিপদ-মুক্ত হওয়ার পর সহস্র সহস্র প্রতিমা তাহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়।

আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমে ইহাও বলেন যে—

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء (النمل: ٦٣)

—'কোন নিরুপায় ও নিঃসহায় ব্যক্তির দোওয়া কে শোনেন এবং কবুল করেন? যখন সে খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করে, তখন তিনি তাহার কষ্ট দূর করিয়া দেন।' কুরআন করীম বলে: وادعوه خوفا وطمعا (الاعراف: ٥٧)

—"খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া কর ভীতি ও আশা সহকারে।' এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছিল যে, পরম বিনয় এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা পূর্ণ হৃদয় লইয়া সংগোপনে দোওয়া করিতে থাকে।' আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আমাদের জীবনে দুই প্রকারের অবস্থারই উদ্ভব হইয়া থাকে—হয়তো তোমরা কষ্টের অবস্থায় আছ, ভীতিজনক অবস্থা আপতিত, ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা, কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, কষ্ট দূর হইবে কি, হইবে না—ইহারও ভয় রহিয়াছে। তারপর মানুষের এই ভয়ও থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা অসন্তুষ্ট না হউন। মুমেন বান্দার অন্তরে এ সম্বন্ধেই ভয় থাকে। এবং طمعا —এই আশায় যে আমরা দোওয়া করিলে আল্লাহ্‌ আমাদের দোওয়া শুনিবেন, তাঁহার রহমতের দ্বারা আমাদিগকে ভূষিত করিবেন। খোদাতায়ালার রহমতের আশায়, তাঁহার ফজল ও রহমত লাভ করার উদ্দেশ্যে, তিনি তাঁহার বরকত ও আশিসে তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিবেন—এই প্রত্যাশায়, তোমরা তাঁহার সমীপে ঝুঁক এবং দোওয়া কর। আর যদি তাঁহা হইতে দূরত্ব ঘটে, তাঁহার নৈকট্যের পথ সমূহ না খোলে তাহা হইলে শয়তান আমাদের উপর আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবে এবং আমরা খোদাতায়ালার ক্রোড় হারাইয়া শয়তানের কবলে পতিত হইব—এই আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে খোদাতায়ালার সাহায্য প্রার্থনা কর, কেননা তাঁহার সাহায্য ব্যতিরকে কোন কিছুই হইতে পারে না।

মানব জীবনের বুনিয়াদী সত্য ইহাই যে, 'মৌলা বস'—একমাত্র খোদাতায়ালাই সবকিছু, তিনিই সম্বল—তাঁহার নিকট হইতেই সব কিছু লাভ করা যায়। যাহারা তাঁহার দিকে ঝুঁকে না, যাহারা তাহাদের হৃদয়-আঙ্গিনায় কিংবা নিজেদের পারিপার্শ্বিকতায় সহস্র সহস্র প্রতিমা তৈরী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সাফল্য লাভের সৌভাগ্য ঘটে না। সেইজন্য তিনি যে সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রাণ-কেন্দ্র ও মৌলিক সত্য, সেই প্রাণ-কেন্দ্র ও মৌলিক সত্যের সহিত মানুষের নিজ জীবনে সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী, যদি কিনা সে খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে সফলকাম বলিয়া সাব্যস্ত হইতে চায় এবং পরিত্রাণ ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে চায়।

তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আল-মুমেনে বলিয়াছেন:

وقال ربكم ادعونى استجب لكم

'খোদাতায়ালা তোমাদিগকে আদেশ দান করেন যে, তাঁহার নিকট দোওয়া কর, তিনি তোমাদের দোওয়া কবুল করিবেন, যদি উহা (নির্ধারিত) শর্তাবলী সহ করা হয়।' কুরআন করীমের অন্যত্র সেই সকল শর্ত বর্ণিত আছে। ইহা স্পষ্ট যে, এখানে সেগুলির কথা উহ্য (under stood) রহিয়াছে। ان الذين يستكبرون عن عبادتى

—'মানব সকলের মধ্যে যাহারা অহংকারের ফলে আমার ইবাদত করে না অন্য—কথায়,

যাহারা অহংকারের জন্য আমার ইবাদত সম্পর্কিত হক আদায় করে না—

سيدخلون جهنم داخرين

—তাহারা লাঞ্ছিত হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধানলে পতিত হইবে।'

এখানে দোওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে— قال ربكم ادعونى

—তোমাদের রব বলেন, "আমার নিকট সর্বদা দোওয়া কর।' তোমাদের রব বলেন, 'প্রতিটি জিনিসের জন্য আমার নিকট দোওয়া কর।' তোমাদের রব বলেন, 'প্রত্যেক পাপাচার ও ও খারাপি হইতে বাঁচিবার জন্য আমার ফজল অন্বেষণ কর।' তোমাদের রব বলেন, 'শয়তানের আক্রমণ হইতে যদি রক্ষা পাইতে চাও, তাহা হইলে দোওয়ার দ্বারা আমার আশ্রয়ে আসিতে সচেষ্ট হও।' খোদা বলেন, 'যদি উন্নতি লাভ করিতে চাও—প্রকৃত উন্নতি—যে উন্নতির মধ্যে কোন অপবিত্রতার সংমিশ্রণ নাই, তাহা হইলে আমার দিকে মনোনিবেশ কর।' খোদা বলেন, 'তোমাদের জীবনের প্রতিটি কার্যে আমারই দিকে মনোযোগী হও, আমার সমীপে ঝুঁক, আমার কাছে চাও, দোওয়ার জন্য নির্ধারিত শর্ত সমূহ পূরণ কর। استجب لكم—আমি তোমাদের দোওয়া শুনিব এবং যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাদিকে দেওয়া হইবে। যদি মানুষদের মধ্যে কেহ আমার এই আদেশ অমান্য করে এবং ইহা সত্বেও যে আমি বলিয়াছি—ادعونى 'আমার নিকট চাও এবং আমার নিকট হইতে পাও'—ইহা সত্বেও যদি সে আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যের প্রতি আশা রাখে—পূর্ণ তওক্কল ও ভরসা তাঁহার উপর করে না, আল্লাহ্‌তায়ালাকে ছাড়িয়া অন্যান্য দুর্বল শক্তি এবং অস্তিত্বহীন ও তুচ্ছ বস্তু সমূহের উপর নির্ভরশীল হয়—যেমন, সুপারিশ, উৎকোচ বা ঘুষ, লুট-তরাজ এবং আরও হাজার ধরনের দোষ রহিয়াছে যেগুলিকে কোন কোন নির্বোধ লোক উন্নতির উপায় বলিয়া মনে করে—আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, এমনি ধারায় যে ব্যক্তি আমার দিক হইতে মুখ ফিরায়, সে অহংকারী এবং শয়তানের বংশধর।'

ابى و استكبر—('সে অস্বীকার ও অহংকার করিয়াছিল')—ইহা মূলতঃ শয়তানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শয়তান মানবজীবনে অস্বীকার ও অহংকারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানের বংশধর সাব্যস্ত হইল এবং আমার (আল্লাহর) বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইল না এবং আমার ইবাদতের হক পালন করিল না. তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে, লাঞ্ছনা তাহার ভাগ্যে রাখা রহিয়াছে এবং আমার গজবের জাহান্নামে তাহাকে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।

সুতরাং এই বিশ্ব-জগতের বুনিয়াদী সত্য হইল খোদাতায়ালার ওহদানীয়ত—খোদাতায়ালা একক ও অদ্বিতীয়, সকল গুণের আঁধার, প্রত্যেক প্রকারের দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র এবং তাঁহার অনুরূপ বা সদৃশ কেহই নাই। তেমনি মানবজীবনের বুনিয়াদী সত্য এই যে মানুষ যেন খোদাতায়ালার মধ্যে আত্ম বিলীন হইয়া জীবন যাপন করে এবং খোদাতায়ালার অগণীত নেয়ামতের ওয়ারীশ হয়। যদি সে এরূপ না করে, তাহা হইলে সে শয়তানের

বংশধর এবং খোদাতায়ালা হইতে দূরত্বের পথে ধাবিত। কামিয়াবী ও সাফল্য লাভ তাহার নসীব হইতে পারে না। এই পার্থিব জীবনের উপর আমরা গভীর চিন্তা-ভাবনা করিয়াছি, বড় বড় বিত্তশালী দেশের বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও অশান্তি, অস্থিরতা, নৈরাশ্য ও দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

দোওয়ার পরিধিকে ইসলাম বহু ব্যাপক ও সম্প্রসারিত করিয়াছে। আমি যেমন ইতি পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতিটি জিনিস খোদাতায়ালার নিকট যাচঞা কর। 'প্রতিটি জিনিস'-এর মধ্যে প্রত্যেক সেই জিনিসও আসিয়া যায় যাহা একজন ব্যক্তি বিশেষের সহিত সম্পর্ক রাখে, সেই জিনিসও আসিয়া যায়, যাহা তাহার দেশের, তাহার জগত ও তাহার যুগের সহিত সম্পর্ক রাখে, তেমনি তাহার বংশধর এবং অনাগত যুগের সহিত সম্পৃক্ত।

ادعونی استجب لکم

—খোদা বলেন, 'আমার নিকট চাও, আমার নিকট হইতে পাও।'

আমি সকলকে ইহা বলিতে চাই যে, সদা-সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ-বাণী সম্মুখে রাখিয়া জীবন যাপন করুন। নিজেদের দেশের জন্যও দোওয়া করুন, মানবজাতির জন্যও দোওয়া করুন, নিজেদের বংশধরদের জন্যও দোওয়া করুন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও দোওয়া করুন এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের জন্যও দোওয়া করুন। দোওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবেও আপনাদের মন-মগজে আবার সতঃই বহু ধরণের দায়িত্ববোধের উদয় হইতে থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে জীবন সম্পর্কিত বুনিয়াদী সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করার এবং সর্বদা ইহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার তওফিক দান করুন যে—'মৌলা বস্, খোদা হী খোদা হ্যায়, আল্লাহ্ হী আল্লাহ্।' তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তওফিক দিন, যেন আমরা মানব জীবনের এই বুনিয়াদী সত্যটিও উপলব্ধি করিতে পারি যে, খোদাতায়ালার সহিত যখন কাহারও সম্পর্ক কায়েম হয় না, তখন সত্যিকারভাবে কোন স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করাও তাহার নসীবে ঘটিতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য সার্বিক কল্যাণপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করুন। আমিন।

(আল-ফজল ৩১শে, আগষ্ট, ১৯৮০ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

"স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই যে প্রকাশ পায় এরূপ নহে। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাহার সমমর্যাদা-বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন।" [কিশতিয়ে নুহ]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৯)

(১১) জামাতের আর্থিক অবস্থার প্রসারতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঃ

সময়ের দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে হযরত মীর্যা সাহেবের সবচেয়ে প্রথম দিকের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁর নিজের এবং আহ্মদীয়া জামাতের আর্থিক প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখবেন। এ সম্বন্ধে তিনি প্রথম ইলহাম লাভ করেন তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রাক্কালে। তিনি ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে শীঘ্রই তাঁকে একটি পারিবারিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। একটি হলহামে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে ঐশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ইলহামটি ছিল :

اليس الله بكاف عبده

('আলায়সাল্লাহু বেকাফেন আবদাহু')—অর্থাৎ "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?" হযরত মীর্যা সাহেব এই ইলহামটি সম্বন্ধে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে জানান। একজন হিন্দু পরিচিত ব্যক্তি এই ইলহামটি সম্বন্ধে জানতে পেরে অমৃতসরে যান এবং আরবী ইলহামটি পাথরে খুদাই করে আংটি তৈরী করে আনেন। এদিকে হযরত মীর্যা সাহেবের পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পর পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়ে যায়। এই মামলায় একদিকে ছিলেন হযরত মীর্যা সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (যিনি পারিবারিক কার্যাবলী পরিচালনা করতেন) এবং অন্যদিকে ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সবাই। পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী অন্যান্যদের হাতে চলে যায় এবং হযরত মীর্যা সাহেব ও তাঁর ভ্রাতার হাতে সামান্য সম্পত্তি থেকে যায় যার দ্বারা কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ সম্ভবপর ছিল। বলা বাহুল্য যে, হযরত মীর্যা সাহেব যে মহান কার্য্যাবলী সম্পাদন করতে যাচ্ছিলেন তার জন্য এই বিষয়-সম্পত্তি অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। সেই সময় 'বারাহীনে আহমদীয়া"-এর মত প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশের জন্য যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন ছিল। চাঁদা হিসাবে সংগৃহিত টাকা দিয়ে এই পুস্তকটি খণ্ডিত আকারে কোন রকমে প্রকাশনার কাজ চলছিল। কিন্তু আরো অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল। "বারাহীনে আহমদীয়া" গ্রন্থের প্রকাশিত খণ্ড গুলো পাঠ করে হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং শিখদের মধ্যে যারা এতকাল ধরে ইসলামের সমালোচনায় মুখর ছিল তারা হতভম্ব হয়ে গেল। ফলতঃ এই পুস্তক প্রকাশের ফলে মহা-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হযরত মীর্যা সাহেবের এই মহা সাফল্যকে প্রতিরোধ করার জন্য বিরুদ্ধবাদী প্রচারণা

সংগঠিত করা হলো যার মধ্যে কতিপয় মুসলমানও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে যোগদান করেছিল। এই সম্মিলিত আক্রামণকে যথোপযুক্ত ভাবে প্রতিহত করার জন্য হযরত মীর্যা সাহেব অনেক টাকার প্রয়োজন অনুভব করলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার মহান অনুগ্রহে প্রয়োজনীয় টাকার ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

এর পর ঐশী-নির্দেশ আনুযায়ী হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষণা করলেন যে, তিনিই সেই 'প্রতিশ্রুত মুহাম্মদী মসীহ' যাঁর আগমন সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রথম মসীহ অর্থাৎ (হযরত ঈসা আঃ) অন্যান্য মানুষের মত ইন্তেকাল করেছেন এবং যাঁর আগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল তিনি অপর এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ঘোষণা করলেন যে আগমনকারী ব্যক্তি পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হতে আবির্ভূত এবং প্রথম মসীহর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ঘোষণার ফলে বিরোধিতার প্রবল ঝড় সৃষ্টি হলো। অসংখ্য সমালোচনা এবং অনুসন্ধান-মূলক প্রশ্নের জবাব প্রকাশ এবং বিতরণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই সকল কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে লাগলো, হিসাব-নিকাশের সকল চিন্তা-ভাবনাকে অতিক্রম করে ব্যয়ভার বেড়েই যেতে লাগলো। একটি মেহমান-খানা এবং লঙ্গর-খানার অতীব প্রয়োজন ছিল—কেননা দিনের পর দিন আগমনকারী মেহমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো এবং তাদের মধ্যে অনেকেই অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাদিয়ানেই থেকে গেলেন। এই সময় আর্থিক ব্যয়-ভার এত বেশী ছিল যে, যদি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে প্রতিশ্রুত সাহায্য না আসতো তাহ'লে শুরুতেই এই আন্দোলন বিশৃংখল এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে কয়েক ডজন অতি দরিদ্র ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে। "আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন"—ইলহামটি এমনভাবে বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করেছে।

অপরদিকে আহমদী মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। একটি 'ফতোয়া জারী করা হয় যে, আহমদীদের জন্য শাস্তি হলো মৃত্যু, তাদের বাড়ী-ঘর লুট করা, তাদের বিষয়-সম্পত্তি জবর-দখল করা, তালাকের ব্যবস্থা ছাড়াই তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদেক বিবাহ করা—এই সবই ছিল 'খুবই পুণ্যের কাজ'। এই ধরণের ফতোয়া অনুসারে কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু লোক গোলমাল শুরু করে দেয় এবং ফতোয়াকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াস পায়। অনেক আহমদীকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। ফলতঃ কাদিয়ানে অনেক ছিন্নমূল আহমদী পরিবার আসতে থাকে এবং তাদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল হয়ে পড়ে। কিন্তু যে কারণেএই সকল আত্মোসর্গকারী আহমদী সকল দুঃখ-দুর্দশাকে বরণ করেন তাঁরা সেই উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্যের জন্য অনতি বিলম্বে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহও প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহ্‌র ফজলে টাকার সংকুলান হয়েছে—,তাঁদের আহার ও বাসস্থানের জন্য এবং জামাতী কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্যও। মেহমান-খানা তো সর্বদা ভরাই ছিল এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গৃহও ভরপুর ছিল। প্রত্যেকটি ঘর একটি পরিবারে আশ্রয়ের-স্থান ছিল।

দিনের পর দিন আর্থিক ব্যয় বাড়তে লাগলো—কিন্তু আনন্দের সঙ্গে, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে সকল প্রয়োজনের দিকে হযরত মীর্যা সাহেব খেয়াল রেখেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার মহান প্রতিশ্রুতি—"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন" সকল চিন্তা-ভাবনাকে পদে পদে সহজ থেকে সহজতর করে দিয়েছে।

১৮৯৮ইং সালে হযরত মীর্যা সাহেব একটি হাই স্কুল খুলেন। উক্ত স্কুলে সাধারণ পাঠ্যসূচী ছাড়াও একটি ধর্মীয় পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য দুটি মাসিক পত্রিকা—একটি ইংরেজী, অন্যটি উর্দু—প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। দিনের পর দিন অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে, প্রচার-মিশন এবং মিশনারীদের সুবন্দোবস্ত করতে হয়েছে। এই সকল ক্রমবর্ধমান কর্ম-তৎপরতা সংগঠিত করা এবং পরিচালনার জন্য একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এই সকল কর্ম-তৎপরতা আরো বর্ধিত হয়েছে এবং নতুন নতুন কর্ম-বিভাগ, দফতর এবং প্রবল্প তৈরী হচ্ছে। প্রধানতঃ বিদেশে মসজিদ নির্মাণ, মিশনারী বা প্রচারক প্রেরণ, ইউরোপীয়, আফ্রিকান এবং এশীয় ভাষা সমূহে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তফসীর প্রনয়ণ ও প্রকাশনার কাজ অত্যন্ত সুশৃংখল এবং ব্যাপকভাবে চলছে।

১৯৬৬ সালে আহ্‌মদীয়া জামাতের বার্ষিক বাজেট এক কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে (বর্তমানে কয়েক কোটি টাকা) এবং এর পূরা অর্থই জামাতের একনিষ্ঠ অনুসারীদের স্বতঃস্ফূর্ত চাঁদা হিসেবে সংগৃহিত হয়। বস্তুতঃ অর্থের এইরূপ বিপুল আমদানী আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহেরই পরিচায়ক যে ভাবে তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পূর্বাহ্নেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন: "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?"

এ কথা সত্য যে, আহমদীয়া জামাত এখনও একটি গরীব জামাত, আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ সকল ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, প্রথম অবস্থায় এরূপই হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রথম যুগের বিশ্বাসকারীদের ধারনা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

و ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الرأى -

অর্থঃ—"আমাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে দৃষ্ট নীচতম ব্যক্তিরা ছাড়া কেহই তোমাকে মানে নাই।" (সূরা হুদ: ২৮)।

উপরোক্ত কথার অর্থ খুবই স্পষ্ট। কোন ঐশী নির্দেশিত আন্দোলনের সাফল্য মানবীয় সামর্থ এবং প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হতে পারে না। অনুরূপভাবে আহমদীয়া জামাতের আর্থিক সংগতি এবং প্রবৃদ্ধি অতি সামান্য সামান্য কুরবাণীর মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে চলেছে। কোন কোন আহমদী ভ্রাতা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাধারনভাবে অবস্থা—সম্পন্ন হলেও জামাতের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও চাহিদার কথাও ভেবে দেখতে হবে। মোটকথা, জামাতের সদস্যগণ যতখানি আর্থিক কুরবাণী করতে সমর্থ সেটাও আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সাহায্য এবং ফজল দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তাঁদের ঈমান, তাঁদের আমল এবং জামাতের প্রতি অসামান্য অনুরাগ

আল্লাহ্‌তায়ালারই মহান দান ব্যতিত কিছুই নয়। পৃথিবীতে বহু মুসলমান রয়েছে (৫০ থেকে ৬০ কোটি অথবা বর্তমানে আরো বেশী)। কিন্তু ইসলামের খেদমত তথা বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণ প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে তারা কতখানী কুরবাণী করতে সক্ষম? ইসলামী প্রকল্প সমূহের জন্য আহ্‌মদী মুসলমানগণ যে হারে কুরবাণী করছেন সেইভাবে যদি অন্যান্য মুসলমানগণও কুরবাণী করতেন, তাহলে একটি অপরিমেয় অর্থ-সম্পদের তহবিল গঠিত হতে পারতো। এখন তারা ইসলামের সত্যিকার খেদমতের জন্য আহ্‌মদীয়া জামাতের দরিদ্র সদস্যদের কুরবাণীর একাংশও দান করছেন না। প্রশ্ন হলো: কেন এই তারতম্য? এর উত্তর এই যে, আহ্‌মদীগণের কর্ম-প্রচেষ্টার পশ্চাতে একটি মহা-শক্তিশালী ঐশী প্রতিশ্রুতি সক্রিয় রয়েছে এবং তা হলো: "আলায়সাল্লাহু বেকাফেন আবদাহু"—অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?'

(ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

তেজগাঁও মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ১০ ও ১১ই জানুয়ারী ১৯৮১ইং রোজ শনি ও রবিবার তেজগাঁও মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দুইদিন ব্যাপী ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌। উক্ত ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। ওয়াছালাম।

খাকছার,

(খন্দকার বেনজীর আহমদ)

চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
প্রফেসার আবদুস সালাম

আফতাব জাহান হাফিজা মজুমদার

গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে ডঃ আবদুস সালাম পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদে খুশি হয়েছিলাম খুব। আরো অনেক আগেই তাঁর পুরস্কারটি পাওয়া উচিত ছিলো। এবং অনেকের ধারণা, প্রপাগাণ্ডা বা পাবলিসিটির প্রতিকূলতার কারণেই তাঁর ভাগ্যে নোবেল পুরস্কারের শিকেটি ছিড়েনি। অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া-না-পাওয়ায় কিছু আসে যায় না একজন সত্যিকার কল্যাণী বিজ্ঞানীর জন্য। ..... এবং আমাদের খুশির আরো কারণ হলো যে, ১৯৩০ সালের পর ৪৯ বছর পরে উপমহাদেশের আরেক বিজ্ঞানী শুধু আমাদের জন্যই নয়—এশিয়া এবং মুসলিম-দুনিয়ার জন্যও স্বীকৃত সম্মানের অধিকারী হলেন।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বিরাট দরজা খুলে দেয়ার কৃতিত্ব মুসলমান বিজ্ঞানীদেরই। এবং মধ্যযুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপ রেনেসাঁর মাধ্যমে যখন জেগে ওঠার মুহূর্তে তাদের সেই মরণঘুমের যুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান জীবনীশক্তির মতো কাজ করেছিলো। প্রপাগাণ্ডার দাপটে পাশ্চাত্য জগৎ সেসব মুছে ফেলতে চায় বলেই আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। যাইহোক, যা বলছিলাম। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শোনার পরপরই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখি। কোনো উত্তর পাওয়ার মতো দুরাশা আমার ছিলো না। তাই সাতদিনের মধ্যে অভিনন্দনপত্রের উত্তর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, এবং উত্তর পাওয়ার পরই তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়ার চিন্তা মাথায় আসে। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। সবটা এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকারে যাওয়ার আগে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া ভালো। এগুলোও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। সালাম তাঁর বায়োডাটার একটি সংক্ষিপ্তসার ছাপানো কাগজে আমাকে দেন। প্রফেসার আব্দুস সালামের জন্ম ১৯২৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী, পাকিস্তানের ঝং-এ। পড়াশোনা করেন স্থানীয় স্কুলে এবং গণিতে মাষ্টার ডিগ্রী নেন ঝং এবং লাহোর সরকারী কলেজ থেকে। সালাম যে সময় গণিতে এম, এ ডিগ্রী নেন সে সময় পাকিস্তানে বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারীদের জন্য কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। তখন সিভিল চাকরি ও চাকুরেদের প্রচণ্ড দাপট। এই অর্থে, বলা যায়, বিজ্ঞান পড়ে তিনি বোকামীই করেছিলেন। এরপর একটি স্কলারশীপ পান কেমব্রিজে পড়াশোনার জন্য। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমি সৌভাগ্যবান। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় সরকারের সেই বৃত্তিটি না পেলে কেমব্রিজে পড়াশোনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।"

কেমব্রিজে সালাম গণিত ও পদার্থ বিদ্যা পড়েন। এবং ফলাফলে পেলেন ফার্স্ট ডিগ্রী। হলেন র‍্যাংলার। কেমব্রিজের ঐতিহ্য অনুযায়ী যে ফার্স্ট হয় অর্থাৎ র‍্যাংলার হয়—তাঁকে করতে হয় এক্সপেরিমেন্ট। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীরা করে থিয়োরির ওপর কাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে শুনে সালামের মাথায় যেন বাজ পড়লো। এক্সপেরিমেন্ট করার অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি হলো ধৈর্য—প্যাশেন্স ; সালাম বলেন, "ঐ প্যাশেন্সই আমার নেই।" তাঁর সুপারভাইজার বললেন, "কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায় নামিক্সের গুটিকয় সমস্যা এখনো সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে। অবশ্য অধিকাংশই পলম্যাথুস সমাধান ক'রে ফেলেছে (পল ম্যাথুস সে সময় ছিলেন কেমব্রিজের রিসার্চ ষ্টুডেন্ট। বর্তমানে লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে সালামের সহকর্মী প্রফেসর।" সালাম ম্যাথুসের কাছে গিয়ে বললেন, "ছিটেফোঁটা কোন সমস্যা থাকলে দাও আমাকে। ম্যাথুস তাঁকে একটা সমস্যা দিলেন, তিন মাসের মধ্যে সমাধান করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি না পারেন তো তাঁকে সমস্যাটি ম্যাথুসের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। সালাম সমাধান করেন ; ম্যাজন তত্ত্ব থেকে অসীমত্ব বর্জন করা ছিলো তাঁর কাজ। পাঁচ মাসের মধ্যে পুরো কাজটি করেন এবং পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

পাকিস্তানে ফিরে এলেন তিনি। হলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার। পাকিস্তানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান গবেষণার ঐতিহ্য তখনো গ'ড়ে ওঠেনি। কোনো জার্নালও পাওয়া যেতো না। বৈজ্ঞানিক সাহচর্যের নিকটবর্তী স্থান ছিলো বোম্বে ; বোম্বে তখন অন্য দেশের অন্তর্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসেবে বছরে বেতন পান ৭০০ পাউণ্ড করে। অবৈজ্ঞানিক পরিবেশে তাঁর ভালো লাগছিল না। এটা তাঁর বিভাগীয় প্রধানও বোধহয় বুঝেছিলেন। তাই একদিন সালামকে ডেকে নিতান্তই সান্ত্বনার সুরে বললেন, "আপনার প্রতিভা সম্পর্কে আমার আমার কোনো সন্দেহ নাই। কেমব্রিজে আপনি খুব ভালো গবেষণা করে এসেছেন। তবে এখানে আপনাকে সে সব ভুলে যেতে হবে। এখানে আপনাকে তিনটি বাড়তি অফার দিচ্ছি। যে-কোনো একটি বেছে নিতে পারেন আপনি। এক কোষাধ্যক্ষ, দুই, ছাত্রদের হলের ওয়ার্ডেন এবং তিন, ফুটবল ক্লাবের প্রেসিডেন্টের পদ।" সালাম ফুটবল ক্লাব বেছে নেন।

পুরো সমাজ তখন যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরোধী। সালাম মর্মান্তিক উভয় সঙ্কটের শিকার তখন। "আমার সামনে একটি পথ রয়েছে তখন হয় পদার্থবিদ্যা, নয় পাকিস্তান।" ফিরে এলেন কেমব্রিজে আবার। কেমব্রিজে এবং পরে লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন পদার্থবিদ্যার রহস্য উন্মোচনের কাজে। ইম্পেরিয়ালে সালাম ১৯৫৭ সালে চালু করেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিভাগ এবং সেই থেকে এখনো তিনি ওখানকার প্রফেসর। এখানে থেকেই তিনি দুর্বল ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের মধ্যে সমন্বয়সাধন ক'রে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ব্যক্তি সালামের উজ্জ্বল কর্মময় কৃতিত্ব এতো বেশি যে অনায়াসে বলা যায়, তিনি সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ-সুবিধা মতো পরে দেওয়া যাবে। তবে এটুকু বলা উচিত যে স্বদেশে এবং আন্তর্জাতিক

ভাবে তিনি এ-পর্যন্ত তেরোটি পুরস্কার অর্জন করেছেন। এবং মানের দিক দিয়ে পুরস্কারগুলো খুবই গুপুরুপূর্ণ। কর্মময়জীবন শুরু হয় লাহোরের সরকারী কলেজ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসেবে। এ-দুটো জায়গায় ছিলেন ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজের নির্বাচিত ফেলো ছিলেন। ১৭৫৭ সাল থেকে আজতক রয়েছেন লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর। এবং ১৯৬৪ সাল থেকে আছেন ইতালির ত্রিয়েস্তে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্সের ডিরেক্টর।

বিভিন্ন সময়ে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি, রয়েল সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্স, আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস এণ্ড সায়েন্সেস, ইউ এস এস আর একাডেমী অব সায়েন্সেস, সেন্ট জনস কলেজ, ইউ এসএ ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সেসে নির্বাচিত ফেলো ও মেম্বার ছিলেন। এ-ছাড়াও জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও বিভিন্ন সময়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকেছেন। স্বদেশেও থাকতে হয়েছে নানরকম এসাইমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত। এ-পর্যন্ত প্রায় দু'শ'টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। প্রফেসর সালামের কাছে তাঁর প্রথম জীবন এবং বর্তমান কর্মময়জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উপরোক্ত তথ্যগুলো জানান। (ক্রমশঃ)

[সৌজন্যে: সাপ্তাহিক 'রোববার' ১৯শে অক্টোবর, ১১৮০ইং]

আগামী দশ বছরে একশত অসাধারণ আহমদী বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি হওয়ার জন্য দোওয়ার আহ্বান

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বিগত বৎসর জামাতের সামনে এই গুরুত্বপূর্ণ দোওয়ার তাহ্‌রীক করেন:

"দুইটি বিষয় সম্পর্কে দোওয়ার দ্বারা আমার সাহায্য করুন। একটি এই যে, আমি যে (শিক্ষার উন্নতি সংক্রান্ত) স্কীম পেশ করিলাম ইহার প্রবর্তন যেন জামাত এবং জাতির জন্য অতীব কল্যাণজনক হয় এবং (২) উহার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ দোওয়া নিজেদের রবের নিকট এই করুন যে, 'হে খোদা! মীর্যা নাসের আহমদের এই খাহেশ যে, আগামী একশত বৎসরের মধ্যে জামাত যেন এক হাজার শীর্ষ পর্যায়ের অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক লাভ করিতে পারে, হে খোদা! তুমি তাহার এই আকাঙ্খাটিকে পূর্ণ কর, এবং ইহার জন্য তিনি এবং আমরা যে সকল দোওয়া করিতেছি, তাহাও কবুল কর।

আমার আকাঙ্খা, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আমরা যেন একশত উত্তম বৈজ্ঞানিক খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি। আমি ইহা বলিনা না যে, আমরা (উক্ত সংখ্যক) বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিব। আমি কোথায় হইতে সৃষ্টি করিব অথবা আপনারাই বা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন? সমগ্র জগৎ একত্র হইয়াও একজন উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিতে পারে না। আমি খাহেশ রাখি যে, আগামী দশ বৎসরে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে একশত শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক দান করেন, এবং আমার মনবাঞ্ছা এই যে, উক্ত দশ বৎসরের পরবর্তী একশত বৎসরে—যেগুলির সমষ্টিকে আমি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দী বলি—সায়েন্স সংক্রান্ত সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত সিদ্ধিবান, নভমণ্ডলা বিচরণকারী শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী এক হাজার বৈজ্ঞানিক আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে দান করেন।"

(১৯৭৯ সনের বার্ষিক জলসার প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত)

খেদমতের ময়দান *

১। ধর্ম-প্রভায় জাগাতে জগত কোশেষ কর নওজোয়ান
কোশেষ কর নওজোয়ান
ইসলামেরই গুল-বাগিচায় খোশ-বসন্তের জাগুক প্রাণ
কোশেষ কর নওজোয়ান !

২। বন্ধুগণ হে, দ্বীনের দৈন্যে একটু যদি কাঁদবে প্রাণ,
খোদার নবীর আনসার শ্রেণীর সামিল হবে ভাগ্যবান,
কোশেষ কর, নওজোয়ান !

৩। দূর হয়ে যাক অজ্ঞ বৃন্দের ঝগড়া, বিবাদ, বিসম্বাদ,
পূর্ণ প্রেমের মিলনা-সূত্রে হউক সর্বাই আজ প্রাণের প্রাণ,
কোশেষ কর, নওজোয়ান !

৪। হও আগুয়ান সে ময়দানে রক্ষিতে ইসলামের মান
এই যে নুসরত-স্রোতের ধারা, ভরসা খোদা মেহেরবান
কোশেষ কর নওজোয়ান !

৫। আজকে যদি জাগাতে পার দ্বীনের গৌরব সবার প্রাণে
বিশ্ব-জুড়ে, আল্লাহ্, আল্লাহ্, বাড়বে তোদের অধিক মান,
কোশেষ কর নওজোয়ান !

৬। ইসলামের খেদমতের তরে দানের হস্ত কর প্রসার
কুদরতের হাত অলক্ষিতে করবে তোমার 'আলীশান'।
কোশেষ কর নওজোয়ান !

৭। খোদার পথে ধন লুটায়ে পথের কাঙ্গাল হয় না-কেহ
খোদা স্বয়ং হবেন আপন, দেখবে বিশ্ব খোদার শান
কোশেষ কর নওজোয়ান !

৮। দু-দিনের এই জিন্দেগী হায়, লাগাল না কেহ দ্বীনের কাজে
স্মরণ কর শেষ মুহূর্ত কী বিষন্ন মুহ্যমান !
কোশেষ কর নওজোয়ান !

৯। পূর্ণ করে দ্বীনের পিয়াস, পূর্ণ হবে তোমারই আশ
শত নিরাশার জীবন-মরু রহমতে হয় মরু-উদ্যান !
কোশেষ কর নওজোয়ান !

১০। লক্ষ্য কর খোদার নবীর সাহাবীগণের দ্বীনের কাজ
বিশ্ব-পিতার ধন-ভাণ্ডারের উৎস কোথায় রে 'নাদান' !
কোশেষ কর নওজোয়ান !

১১। ইসলাম সেবার সুখ-প্রয়াসে একটু 'শরবত' করে পান
মর-জগতে অমরত্বের অমৃত-বাণীর এ সন্ধান।
কেশেষ কর নওজোয়ান !

—চৌধুরী আবদুল মতিন।

* বিঃ দ্রঃ হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ফার্সী নযম অবলম্বনে।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সকল জামাতের জন্য

তা'লিমী কর্ম-সূচী

জামাতের তা'লিমী কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের অনুমোদিত তা'লিমী কর্ম-সূচী নিম্নে দেওয়া হইল।

এখন হইতে উক্ত কর্ম-সূচী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এবং নিয়মিতভাবে অনুসরণ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। ওয়াস্‌সালাম। খাকসার—

মোঃ খলিলুর রহমান,
সেক্রেটারী, তা'লিম,
বাংলাদেশ আঃ আঃ

তালিমী কর্ম-সূচীর বিষয়াবলী (সিলেবাস)

ক্রমিক নং	বিষয়াবলী	বরাত
১।	অর্থ সহ কলেমা তৈয়ব এবং কলেমা শাহাদাত মুখস্ত করা।	রাহে-ঈমান, ইসলামী ইবাদত পুস্তক দ্রষ্টব্য।
২।	অর্থসহ নামায শিক্ষা করা এবং নিয়মিত নামায পড়া	ঐ
৩।	কুরআন শরীফের দরস।	কুরআন শরীফ হইতে অথবা সুরা ফাতেহার বাংলা তফসীর এবং 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত তরজমা ও তফসীর দ্রষ্টব্য।
৪।	কুরআন শরীফ নাযেরা পড়িতে শিক্ষা করা।	কায়দা ইয়াস-সারণাল কুরআন বা অন্য কোন আরবী কায়দা দ্রষ্টব্য।
৫।	যাকাত ও চাঁদা, রোযা ও হজ্জ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি শিক্ষা করা।	'আহমদী' পত্রিকা, ইসলামী ইবাদত এবং অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য।
৬।	হাদীসের দরস।	হাদীস-গ্রন্থ বা সংকলন, 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হাদীস সমূহ দ্রষ্টব্য।
৭।	হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাবের দরস	নিম্নোক্ত পাঁচটি পুস্তক অবশ্যই পড়িতে হইবে: (ক) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বান। (খ) জরুরতুল ইমাম, (গ) কিশ্‌তিয়ে নূহ অথবা আমাদের শিক্ষা (ঘ) ইসলামী নীতি-দর্শন, (ঙ) খৃষ্টান সিরাজুদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর।

ক্রমিক নং	বিষয়াবলী	বয়াত
৮।	জামাতের অন্যান্য পুস্তক এবং পত্রিকা পাঠ করা। (ক) নিয়মিতভাবে প্রত্যেক 'আহমদী' পত্রিকা পাঠ করিতে হইবে, কেননা উহাতে থাকে কুরআন শরীফ হাদীস, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর অমৃত বাণী এবং খলিফায়ে ওয়াক্তের খোৎবা, নির্দেশাবলী ও হেদায়েত (খ) কতকগুলি আবশ্যকীয় জামাতী পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করা প্রয়োজনীয়।	(১) 'আহমদী' পত্রিকা (২) আহমদীয়াতের পয়গাম, (৩) ওফাতে ঈসা (আঃ) (৪) 'খতমে নবুয়াত' সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা (৫) মহা-সুসংবাদ, (৬ রাহে ঈমান, (৭) ইসলামী ইবাদত।
৯।	জু'মার নামাযে সকল সক্ষম আহমদীকে শামিল করানো	মন্তব্য :—উপস্থিত ভাইদের খোঁজ-খবর করিতে হইবে। হুজুরের খোৎবা জুমার নামাযে অবশ্য পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে।
১০।	তবলিগী মসলা-মাসায়েল শিক্ষা করা :— অন্ততঃপক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রত্যেকেই যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ শিক্ষা করিবেন :— (ক) ওফাতে ঈসা (আঃ), (খ) খতমে নবুয়াত-এর তাৎপর্য (গ) সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মওউদ আঃ (অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ আঃ-এর সত্যতা) (ঘ) কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, জাকাত, আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব, ফেরেস্তা, নবী-রসুল, আসমানী কেতাব, তকদীর এবং পরকাল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি।	সংশ্লিষ্ট পুস্তক, 'আহমদী' পত্রিকা, ইসলামী ইবাদত, পুস্তক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।
১১।	বিশেষ দিবস উদযাপন :— (ক) নবী দিবস (১২ই রবিউল আউয়াল,) (খ) মসীহ্ মওউদ দিবস (২০শে মার্চ), (গ) খেলাফত দিবস (২৭শে মে) এবং (ঘ) মোসলেহ মওউদ দিবস (২০শে ফেব্রুয়ারী)	এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য বক্তাগণ সংশ্লিষ্ট 'আহমদী' পত্রিকা এবং জামাতের অন্যান্য পুস্তকাবলী হইতে সাহায্য লইবেন।

১২। যথাসম্ভব বার্ষিক জলসা করার চেষ্টা করা এবং বাংলাদেশ আঞ্জুমানের বার্ষিক জলসায় যোগদান করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে মজলিসে আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা এমাউল্লাহ্ বার্ষিক ইজতেমা করিতে চেষ্টা করিবে।

বিঃ দ্রঃ—বিস্তারিত কর্ম-সূচী এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি পৃথকভাবে পাঠানো হইতেছে।

মোমেন ও কাফের

আল্লাহতায়ালার নির্দেশ ঃ

"হে মামেনগণ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বাহির হও, তখন তদন্ত করিয়া দেখ, এবং যে তোমাকে সালাম বলে, তাহাকে বলিও না যে, 'তুমি মোমেন নহ' ; (এরূপ বলিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে,) তোমরা পার্থিব জীবনের উপকরণ চাহিতেছ, পরন্তু আল্লাহ্‌র নিকট বহু ধন রহিয়াছে ; পূর্বে তোমরাও এরূপ ছিলে, পরে আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন ; সুতরাং তোমরা তদন্ত করিয়া দেখ।" (সুরা নেসা : ৯৫ আয়াত)

উক্ত আয়াতের মর্ম হইল পার্থিব উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কাহাকেও অমুসলমান বলিও না, বরং ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া দেখ এবং যে নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাকে তোমরা অমুসলিম বলিয়া আখ্যা দিও না।

মুসলমান কে ?

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়ে এবং উহাতে আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ্‌ করা পশুর মাংস খায়—সে মুসলমান, যাহার হিফাজতের জিম্মাদারী আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুল গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে তাঁহার জিম্মার ব্যাপারে অবমাননা করিওনা।" (বুখারী কিতাবুস্‌ সালাত)

কাফের কে ?

"যখন কোন ব্যক্তি নিজের ভাইকে কাফের বলে তখন এই কুফর উভয়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির উপর অবশ্যই বর্তিয়া যায়। সে যাহাকে কাফের বলিয়া আখ্যা দিয়াছে সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো হইল নচেৎ সেই কুফর তাহার নিজের উপর বর্তিয়া যাইবে।" (মুসলিম কিতাবুল ইমান)

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"যে ব্যক্তি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে তাহাকে কলেমা তৈয়ব মুখে পড়িতে হইবে এবং ইহা অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, যদিও সে আদেশাবলী সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত থাকে।" ("শারাহ্‌ ফেকাহ আকবর" মিশরী—১০-১২ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

"যাহা কাহাকেও ইমানে দাখিল করে (অর্থাৎ কলেমা তৈয়ব পাঠ ও উহাতে সত্য অন্তরে বিশ্বাস করা) উহার অস্বীকার ব্যতীত অন্য কোনকিছু তাহাকে ইমান হইতে বাহির করিতে পারে না।" (কিতাব মুয়ীনুল হুক্কাম, পৃঃ ২০২)

কুফরের ফতোয়া ও আলেম সম্প্রদায় ঃ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর আগমনের পূর্বেই মুসলমান জাতি ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ফিরকার আলেমগণ অপর সকল ফিরকার লোকের উপর কুফরী ফতোয়া দিয়া ছিলেন এবং এখনও উহার বিরাম নাই।

আলেমগণের কুফরের ফতোয়ার ফলে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসের আলোকে স্বয়ং আলেমগণ ও অনুসরণকারী জনগণের ঠাঁই কোথায় ?

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন জগতবাসীকে মুসলমান করিতে। তিনি ও তাঁহার সাহাবাগণ সদা কাফেরগণকে মুসলমান করার কাজে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ব্যস্ত ও দোওয়ায় রত থাকিতেন।

নায়েবে রসুল আলেমগণ কাফেরগণকে মুসলমান করার কাজ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণকে কাফের করার কাজে সদা ব্যস্ত ও অগ্রিমুখর। কে আজ জগতবাসীকে প্রেম দিবে এবং তাহাদিগকে মুসলমান করিবে ? সে পথ কোথায় ?

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "ইহুদীগণ ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকটি অগ্নির অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে থাকিবে একটি ফিরকা ব্যতিরেকে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল, সেটি কোনটি ?' তিনি বলিলেন, 'যাহার উপর আমি এবং আমার সাহাবা আছেন।" (তিরমিযি)। এই ফিরকার পরিচয় সম্বন্ধে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তাহারা এক জামাত হইবে এবং তাহাদের এক ইমাম থাকিবে। এই জামাতের সহিত তিনি তাঁহার অনুসারীগণকে সংযুক্ত থাকিতে বলিয়াছেন।

জামাতে আহমদীয়া সেই প্রতিশ্রুত একতাবদ্ধ সঙ্ঘ, যাহারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)-এর অনুসরণে এক নেতার অধীনে বিশ্ববাসীকে প্রেমপূর্ণ পথে সকাতর দোওয়ার সহিত মুসলমান করার কাজে নিবেদিত-প্রাণ।

আহমদীয়া জামাত বিনা কমি-বেশীতে ইসলামের সব কিছুতে ঈমান রাখে ও আমল করে, অধিকন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কৃত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী তাঁহাকে মানার শক্ত আদেশও তাহারা পালন করিয়াছে।

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রভাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের আযানের ধ্বনি দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং নেতার অধীন দ্রুত বর্ধমান কাফেলা আগাইয়া চলিয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলিম জাহানের উপর হইতে সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিন, তাহাদিগকে সত্য পথে হেদায়েত করুন এবং তাহাদের উপর অশেষ কল্যাণ বর্ষন করুন।

—মোঃ মোহাম্মাদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

সংবাদ ঃ

কাদিয়ান এবং রাবওয়ায়

৮৮তম বিশ্ব-সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

জামাত আহমদীয়ার ৮৮তম বিশ্ব-সালানা জলসা জামাতের চিরস্থায়ী মারকজ কাদিয়ান এবং দারুল-হিজরত রাবওয়ায় যথাক্রমে ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮০ এবং ২৬ ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮০ইং তারিখে আল্লাহ্‌র রাহার অশেষ ফজল ও করমে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত সংবাদ ইনশাআল্লাহ্‌ 'আহমদী-এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বাংলাদেশ হইতে এবার জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য নিম্ন লিখিত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ লাভ করেন :—

১। মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ, ঢাকা।
২। মোহতারম ডঃ আব্দুস সামাদ খান সাহেব, নায়েব আমীর, বাঃ আঃ আঃ, ঢাকা।
৩। মিসেস মাসুদা সামাদ সাহেবা, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ, ঢাকা।
৪। মোহতারম জনাব গোলাম আহমদ খান, প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম জামাত আহমদীয়া।
৫। মিসেস মোখতার বানো, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম লাজনা এমাউল্লাহ।
৬। জনাব আমজাদ হোসেন সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী, চট্টগ্রাম।
৭। জনাব মোঃ আবদুস সামী সাহেব, ঢাকা।
৮ ৯। জনাব আতা ইলাহী সাহেব এবং তাঁহার কন্যা, চট্টগ্রাম।
১০-১১। জনাব নসির আহমদ ভুইয়া সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী, চট্টগ্রাম।
১২। জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের কন্যা, চট্টগ্রাম।
১৩-১৪। জনাব সিদ্দীক রহীম সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী, চট্টগ্রাম।
১৫-১৬। জনাব মীর শৌকাত আলী সাহেব, তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র, ঢাকা।
১৯। মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, মুরুব্বী সেলসেলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২০। জনাব আশরাফুজ্জামান, ওয়াকেফে-জিন্দেগী, (পিতা—মেজর আসাদুজ্জামান সাহেব, ময়মনসিংহ)।
২১। জনাব বশীরুর রহমান, ওয়াকেফে-জিন্দেগী, (পিতা জনাব শহীদুর রহমান সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)।
২২। জনাব মাহমুদুল হাসান, ওয়াকেফে জিন্দেগী, পিতা—জনাব বদরুদ্দীন সাহেব (মন্টু বাবু), চট্টগ্রাম।

কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় এবার এখান হইতে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন চট্টগ্রাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব শহিদুল ইসলাম এবং তাঁহার পিতা জনাব নূরুল ইসলাম চক্রবর্তী (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)।

বিশেষ দোওয়ার আবেদন

উপরে উল্লেখিত তিনজন ওয়াকেফে-জিন্দেগী ছাত্র ব্যতীত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর মোহতারম ডঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী বিগত অক্টোবর মাসে জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করিয়া রাবওয়া গিয়াছেন এবং জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব সালেহ আহমদ জামেয়া আহমদীয়ার তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত আছেন।

জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত জিন্দেগী-ওয়াক্‌ফকারীগণের বরকতপূর্ণ সাফল্যের জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিনীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. E. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca-1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar